বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ সমাবর্তন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ মিলনায়তন, খামারবাড়ী, ঢাকা, বুধবার, ১১ কার্তিক ১৪২২, ২৬ অক্টোবর ২০১৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্-এর ফেলো ও মেম্বারবৃন্দ,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ (বিসিপিএস) এর ত্রয়োদশ সমাবতর্নে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। যারা আজ চিকিৎসা শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পাচ্ছেন তাদেরকে জানাচ্ছি অভিনন্দন।

আজকের দিনটি আপনাদের জন্য একটি স্মরণীয় দিন। বিশেষ করে, এই দিনে একদিকে চিকিৎসা শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করছেন। অন্যদিকে মহত্তর এই পেশায় জাতির পিতার নির্দেশনা অনুযায়ী মানবতার সেবায় আত্মনিবেদিত হওয়ার সংকল্পের দিন।

আজকের এই দিনে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি- মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদ, ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোন, জাতীয় চার নেতা এবং ১৫ আগস্টের শহীদদের। মহান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে এ দেশের চিকিৎসকরাও আত্মহুতি দিয়েছেন। তাঁদের অবদান আমি স্মরণ করছি।

জাতির পিতা জনগণের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা-এ পাঁচটি মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে তা অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তিনি দেশে মানসম্মত চিকিৎসা শিক্ষা ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চাহিদা মেটাতে ১৯৭২ সালে এই কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যা আজ একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু সদ্য স্বাধীন, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় দেশের স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেন। বঙ্গবন্ধু জনগণ কেন্দ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে থানা পর্যায় পর্যন্ত স্বাস্থ্য কাঠামোকে সম্প্রসারণ করেছিলেন।

জাতির পিতা চিকিৎসকদের মর্যাদা ১ম শ্রেণীতে উন্নীত করেছিলেন। আমি সেবিকাদের মর্যাদা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করেছি। জাতির পিতার দর্শনকে ধারন করেই আমরাও জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে গত ৭ বছরে স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি।

সুধিমন্ডলী,

৯৬ সালে সরকার গঠনের পর দেশে প্রথমবারের মত মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করি।

২০০৮ সালে নির্বাচন পূর্ব ইশতেহার 'দিন বদলের সনদ'-এ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি বিষয়ে বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। প্রতিশ্রুতির বাইরেও আমরা স্বাস্থ্য খাতে অনেক কাজ করেছি। তাই স্বাস্থ্য সেবা এখন সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে পৌঁছেছে। তৃণমূলের প্রান্তিক মানুষ নাম মাত্র মূল্যে স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছে।

- আমরা স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ এবং জনসংখ্যা নীতিমালা ২০১২ প্রণয়ন করেছি।

- এ পর্যন্ত প্রায় ১৬ হাজার ৪৩৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করেছি।
- স্থানীয় পর্যায় থেকে -গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলা ভিত্তিক তিনস্তর বিশিষ্ট স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলেছি।
- সরকারী হাসপাতাল গুলোতে বিনামূল্যে প্রায় ৩০ ধরণের ঔষধ দেওয়া হচ্ছে।
- তথ্য প্রযুক্তির প্রসারের ফলে সকল জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে মোবাইল ফোনে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, বিভিন্ন হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সেবা প্রবর্তন করা হয়েছে।
- গত ৭ বছরে দেশে নতুন ১৬টি সরকারী ও ৫টি আর্মি মেডিকেল কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- সারাদেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ১০ হাজার ৬শ' ৬২টি নতুন শয্যা যুক্ত করেছি।
- সরকারী-বেসরকারী মিলিয়ে মোট ৩শ' ৪৫টি নতুন চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে।
- চিকিৎসা শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে মোট ১২ হাজার ৮শ' ৪টি আসন বাড়ানো হয়েছে।
- আমাদের সরকারের সাত বছরে ১২ হাজার ৭শ' ২৮ জন সহকারী সার্জন এবং ১শ' ১৮ জন ডেন্টাল সার্জন নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
- এ পর্যন্ত ৫ হাজার নতুন নার্স নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আরও ১০ হাজার নার্স নিয়োগ দান প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- ৩ হাজার মিডওয়াইফ নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- বিভিন্ন জেলার সিভিল সার্জন কার্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণির সর্বমোট ৩ হাজার ৭১টি পদে জনবল নিয়োগ দিয়েছি।
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন পর্যায়ে ৪ হাজার ৮শ' ৫৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে নিয়োগ দিয়েছি।
- সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে চিকিৎসক সংকট নিরসনে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৩৩তম ব্যাচে ৬ হাজার ২৩৫ জন চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া হয়।
- মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস করেছি, মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার এবং লেকটেটিং মাদার ভাতা চালু করেছি।
- ২৭ মার্চ ২০১৪-তে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে পোলিওমুক্তি সনদ লাভ করেছে।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শয্যা সংখ্যা ৭শ' থেকে ১৫শ' করেছি।
- ৫০-শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল স্থাপন করেছি।
- জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউটকে ৩শ'শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে।
- ৫শ' শয্যার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স স্থাপন করা হয়েছে।
- সরকারি কর্মচারিদের জন্য ১শ'৫০-শয্যার আধুনিক হাসপাতাল এবং জাতীয় ইএনটি ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে।
- ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্লাড ক্যান্সার এবং থ্যালাসেমিয়া চিকিৎসায় বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে।
- ঢাকার কুর্মিটোলায় ৫শ' শয্যাবিশিষ্ট এবং খিলগাঁওয়ে ১৫শ' শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল চালু করেছি।
- ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পৃথক অত্যাধুনিক বার্ন ইউনিটসহ দেশের সরকারী বৃহৎ হাসপাতালগুলোতে বার্ণ ইউনিট খোলা হয়েছে।
- 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট'এর উদ্যোগে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মেমোরিয়াল হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছি।
- ২০১৪-'১৫ অর্থ-বছরে খুলনায় শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডাইজেষ্টিভ ডিজিজ রিসার্চ ও হাসপাতাল নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
- মানুষের গড় আয়ু এখন ৭১ বছরে উন্নীত হয়েছে।
- অপুষ্টি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ভিটামিন 'এ' ও ফলিক এসিড বিতরণ বদলে দিয়েছে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য চিত্র।

- ১৫টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে অটিজম ও অন্যান্য নিউরোডেভেলপমেন্ট সমস্যাজনিত শিশুদের চিকিৎসা কার্যক্রম চলছে।
- অটিস্টিক শিশু সনাক্তকরণের জন্য জরিপ কার্যক্রম চলছে।
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসকরণের জন্য ২০১০ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের 'এমডিজি' পুরস্কার লাভসহ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সাফল্যের অনেক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

প্রিয় চিকিৎসকবৃন্দ,

বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার জন্য আমরা ১৫ বৎসর মেয়াদী Sustainable Development Goal (SDG) বাস্তবায়নের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। এ লক্ষ্যে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কমিটি কাজ করছে। বিসিপিএস এই মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জাতির পিতা ১৯৭২ সালের ৮ অক্টোবর তৎকালীন পিজি হাসপাতাল এবং আজকের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ভাষণে ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আপনারা ডাক্তার আপনাদের মন হতে হবে অনেক উদার। আপনাদের মন হবে সেবার। আপনাদের কাছে বড় ছোট থাকবে না। আপনাদের কাছে থাকবে রোগ, কার রোগ বেশি কার রোগ কম। তাহলেই তো সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন হবে এবং মানুষের মনের আপনারা সহযোগিতা পাবেন"।

চিকিৎসা শুধু একটি পেশা নয়, একটি মহান ব্রত। আপনারা নিষ্ঠা ও মেধা প্রয়োগ করে বিশেষজ্ঞ হয়েছেন। আর্ত-পীড়িতদের সেবাদানের জন্য সামর্থ্য অর্জন করেছেন। এখানেই শেষ নয়, আপনাদের মধ্যে সেবাদানের মনোভাব তৈরী করতে হবে। প্রতিটি রোগীকে নিজের পরিবারের একজন সদস্য মনে করে সেভাবে সেবা প্রদান করতে হবে।

উচ্চ শিক্ষার জন্য আমরা সব সুবিধা নিশ্চিত করে যাচ্ছি। একের পর এক বিশেষায়িত হাসপাতাল করে দিচ্ছি। আপনারা এ সব সুবিধা কাজে লাগিয়ে জ্ঞান অর্জন করেন, রোগীদের সর্বোত্তম সেবা দেন-এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

আমি মনে করি জনগণকে শুধুমাত্র চিকিৎসা দিলেই চলবে না। আমাদের চিকিৎসা সেবার উপর জনগণের আস্থা ও নির্ভরশীলতা তৈরি করতে হবে। যাতে মানুষ কথায় কথায় চিকিৎসার জন্য বিদেশমুখি না হয়।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে এখন 'বিহেভিয়ারাল' সায়েন্স'র বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনায় নিতে হবে। চিকিৎসকের একটু ভালো ব্যবহার, একটু আশার কথা রোগীকে শান্তি দিতে পারে। তাই আমি আহ্বান জানাবো- জাতির পিতার দিক নির্দেশনার কথা স্মরণ করে আপনারা মহান পেশার পূর্ণ-সদ্ব্যবহার করে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবেন। মানবিক গুণাবলী দিয়ে চিকিৎসা সেবাকে নির্ভরতার স্থান করে দিবেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আরও এগিয়ে যাবে। আসুন, সবাই মিলে একটি সেবামুখী, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ, জ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তুলি। প্রতিষ্ঠা করি- জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা'।

সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...